প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

শিক্ষকদের কথা

সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি কেন হারিয়ে গেল?

মো. সিদ্দিকুর রহমান

পিইডিপি ২-এর মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের বড় ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। অথচ এ প্রকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অবর্তমানে কীভাবে প্রতিষ্ঠানটি চলবে, এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। উচ্চবিদ্যালয়ের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিদ্যমান চারটি কমিটির সভা অনুষ্ঠান, কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকদের সঙ্গে গণসংযোগ রক্ষা, প্রতিনিয়ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল, উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াত, শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ইত্যাদিসহ অসংখ্য কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সার্বক্ষণিক বিদ্যালয়ে অবস্থান সম্ভব হয় না। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তাই প্রধান শিক্ষকের অবর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকা অত্যাবশ্যক।

দীর্ঘ ১৬ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ৫৫১২/৯৪৫/৬৮ বিদ্যা (ঢাকা) নং স্মারকে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদগুলো থেকে একটি পদকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে রূপান্তরিত করে উপজেলাভিত্তিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের স্থানান্তর করে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতাসম্পন্ন একজন শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে পদোন্নতি দিয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উল্লিখিত স্মারকে সৃষ্ট পদটিতে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সরকার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফলে প্রশাসনিক দিক থেকে এ পদের কোনো কার্যক্রম নেই। তাই ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দিয়ে সুবিধাজনক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদে বদলি হয়ে অন্যত্র যোগদান করেন এবং তাদের অনেকে ইতিমধ্যে অবসরগ্রহণ করেছেন। এ অবস্থায় দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করেই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ পদটি পূরণ না করায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনেকটা গাছের শেকড় কেটে গোড়ায় পানি ঢালার মতো অবস্থা হয়েছে। এ অবস্থা নিরসনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আ কা ফজলুল হক ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন জানালে সচিব ২০০৬ সালের ৯ জানুয়ারি প্রাগম/বিদ্যা-২/১ পদ সংরক্ষণ (ঢাকা)-৯/৫/২৭ নং স্মারকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে এ বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেন। উপরিউক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদ সৃষ্টির ১৫ বছর পর কর্তৃপক্ষের নীরবতা ভাঙলেও ইতিমধ্যে চার মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু বিষয়টির নিষ্পত্তি হচ্ছে না। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উদ্যোগে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেলের অসংগতি ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সিদ্ধান্তের মধ্যেই সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অবকাশ রয়েছে। সহকারী শিক্ষক থেকে একধাপ ওপরের বেতন স্কেল দিয়ে পদটি বাস্তবায়ন করা হলেও উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। কারণ, জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা ইতিমধ্যে বেতন স্কেলের উচ্চতর ধাপে বেতন পাচ্ছেন। অর্থাৎ স্ববেতনেই জ্যেষ্ঠ শিক্ষক পদটি প্রাপ্য হয়ে আছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের অফিসে অফিসপ্রধানকে সহযোগিতা করার জন্য একজন সহকারী থাকেন। এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যতিক্রম হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নের স্লোগান বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করা। উপরিউক্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি শিগগির বাস্তবায়ন করার জন্য এগিয়ে আসবেন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এ প্রত্যাশা সবার।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : সভাপতি, ঢাকা মহানগরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি